Living the Lotus 7

Buddhism in Everyday Life

2026
VOL. 250

RKINA Holds National Leaders Training in Los Angeles, June 5–7, with Dr. Dominick Scarangello as Guest Lecturer

Living the Lotus
Vol. 250 (July 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আপনার সাক্ষাতে আমি ধন্য

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

সকল সম্পর্ককে সরল হৃদয়ে গ্রহণ করা

"আজ রাতে, প্রয়াত প্রিয় স্ত্রীকে নিয়ে ওবোনের (জাপানের শরৎকালীন উৎসব) চাঁদের দিকে চেয়ে আছি"—জাপানি কবি সুমিও মোরির এই পঙক্তিটি যেন গভীর স্মৃতি, ভালোবাসার আবেগময় প্রকাশ। কবি যেন তাঁর প্রয়াত জীবনসঙ্গিনীকে নীরবে বলছেন—"আমি আজও এমনভাবে জীবনযাপন করছি, যাতে তোমার কাছে লজ্জিত হতে না হয়। তাই নিশ্চিন্ত থেকো।"

মানুষের জীবনে দাম্পত্যের মতো গভীর সম্পর্ক বিরল হলেও, সত্য এই যে—আমাদের কেউই সম্পূর্ণ একা বাঁচতে পারি না। "মানুষ" শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে "মানুষের মাঝে" বসবাস করে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, অসংখ্য সাক্ষাৎ এবং জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে নিজেদের জীবনগাথা রচিত হয়। এই কারণেই প্রতিষ্ঠাতা সরলভাবে বলেছেন—"জীবন মানেই সাক্ষাৎ ও সম্পর্কের সমষ্টি।"

তবে, সেই সাক্ষাতের মাঝে, বিরক্তি, ক্ষোভ কিংবা অভিমান জন্মানোর মতো সাক্ষাৎও থাকে। ততটুকু না হলেও, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণে, নিজের সাথে বনিবনা হয় না এমন সাক্ষাৎও কম থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ "এই মানুষটির সঙ্গে আমার যায় না," এরূপ চিন্তা করলে, নিজের অজান্তেই তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় "এই মানুষটির মধ্যে এমন কিছু গুণ রয়েছে, যা আমার মধ্যে নেই; সত্যিই তিনি এক আকর্ষণীয় মানুষ। এমন অনুভূতি, কিংবা "আচ্ছা, এমন দৃষ্টিভঙ্গিও তো হতে পারে!" এইভাবে ভিন্নতাকেও গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা অনেক আছে বলে মনে করি।

"পথে কারও সঙ্গে সামান্য ছোঁয়াও বহু জন্মের সম্পর্কের ফল।" বৌদ্ধধর্মে যেমনটি বলা হয় "একসঙ্গে বসা বা মুখোমুখি হওয়াও পাঁচশো জন্মের বন্ধনের ফল" এই কথাটির মতো, রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়া মানুষগুলোও পূর্বজন্মের কোনো গভীর কর্মসম্পর্ক বা অদৃশ্য

বন্ধনের ফল। তাই শুধুমাত্র নিজের পছন্দ-অপছন্দ বা আবেগের ভিত্তিতে কাউকে "ভালো" বা "খারাপ" বলে বিচার করা সত্যিই সংকীর্ণতা।

কবি শুন্তারো তানিকাওয়া বলেছিলেন—"মানুষের সাক্ষাতের আশীর্বাদে, আমি নিজের সঙ্গেও পরিচিত হতে পেরেছি।" অন্য মানুষের সংস্পর্শে এসেই আমরা নিজেদের অজানা দিক আবিষ্কার করি। কখনও কেউ আমাদের মতের বিরোধিতা করে, আর সেই বিরোধিতাই আমাদের চরিত্র ও চিন্তাকে পরিমার্জিত করার এক মূল্যবান শানপাথর হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানবিকতা বিকাশের জন্য যেমন সমর্থনকারী মানুষের প্রয়োজন, তেমনি ভিন্নমত পোষণকারী মানুষেরও প্রয়োজন রয়েছে। এই অর্থে, জীবনের প্রতিটি সম্পর্ক ও সাক্ষাৎকে সরল, উন্মুক্ত ও আন্তরিক হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারলে, আমাদের জীবন আরও সমৃদ্ধ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

প্রয়াতদের সঙ্গে পুনঃসাক্ষাত

সত্যি বলতে, অপ্রীতিকর ঘটনা কিংবা অপছন্দের মানুষকে সরল মনে গ্রহণ করা মোটেই সহজ নয়। তবুও সৌভাগ্যবশত আমরা বুদ্ধের আশীর্বাদে, মানুষ ও নানা পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও সততার সাথে শান্তচিত্তে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। আমাদের সংস্থায়, নিজের পক্ষে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে "এই ঘটনার মাধ্যমে বুদ্ধ আমাকে কী শিক্ষা দিতে চাইছেন?" এই ভেবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে, কেন এই বিষয়টি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এবং এই মুহূর্তে আমার কী করা সবচেয়ে জরুরি তা শান্তভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজের হৃদয়কে বুদ্ধের শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার এই অভ্যাসই আমাদের অন্তরকে আরও সরল, গ্রহণযোগ্য ও আন্তরিক করে তোলে।

আর গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়, বিশেষ করে মানুষে মানুষে সাক্ষাৎ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং অসংখ্য কারণ, সম্পর্ক ও এক রহস্যময় যোগসূত্রের ফল। অভিধানে "বন্ধন" বা "গভীর সম্পর্ক"-কে বলা হয়েছে—"মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে এমন এক অদৃশ্য ও রহস্যময় শক্তি, যা মানবশক্তিরও অতীত।" এই অর্থে, আমাদের জীবনে যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যেন পূর্বনির্ধারিত কোনো সম্পর্ক রয়েছে। তাই শুধু স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান বা ভাই-বোন নয়—জীবনে দেখা হওয়া প্রতিটি মানুষের প্রতিই আমরা আন্তরিকভাবে বলতে চাই—"তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি সত্যিই ধন্য।" আর যখন মানুষে মানুষে এমন উষ্ণতা, সৌহার্দ্য ও হাসিমুখের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখনই তা বৌদ্ধধর্মের প্রতীত্যসমুৎপাদের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনে রূপ নেয়—যে শিক্ষা আমাদের জানায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল।

অতি শীঘ্রই আসছে ওবোন উৎসব তথা পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন। সেই সময় আমরা আবারও আমাদের প্রয়াত পূর্বপুরুষ ও প্রিয়জনদের স্মরণ করব, যেন তাঁদের সঙ্গে নতুন করে হৃদয়ের মিলন ঘটে। অতীতের স্মৃতিগুলো মনে করতে করতে আমাদের হৃদয় আরও গভীর স্নেহ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে, এবং আমরা অনুভব করব—"তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।" একই সঙ্গে, আমরা নতুন করে উপলব্ধি করব—এই মুহূর্তে জীবিত থাকা কত অসীম মূল্যবান এক আশীর্বাদ। তখন সূত্রপাঠ, ত্রিরত্নে শরণ এবং সর্বজনীন কল্যাণে প্রার্থনায় উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার বাণীগুলো আমাদের হৃদয়ে আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে অনুরণিত হবে। আর সেই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে নতুন এক অঙ্গীকার জন্ম নেবে—আমরা এমন এক সৎ, সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করব, যাতে প্রয়াত প্রিয়জনদের কাছে কখনও লজ্জিত হতে না হয়।

কোসেই জুলাই ২০২৬ইং।

Interview

পরিবার, সমাজ ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হলো নিজের পরিবর্তন, -এই সত্যই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

মিস্ সুমী বড়ুয়া, রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশ।

কখন এবং কীভাবে রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর সঙ্গে আপনার বিশ্বাসজীবনের সূচনা হয়?

আমার বাবা প্রায় ২০০০ সালে, বাংলাদেশে রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠার সময় এই সংঘের সদস্য হন। আমি কোসেই-কাই এর দ্বিতীয় প্রজন্মের একজন সদস্য। বাবা বহু বছর ধরে শাখা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন।

ছোটবেলার অনেক স্মৃতি আজও আমার মনে ভাসে। বাবা আমাকে দোজোতে নিয়ে যেতেন। সেখানে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম, প্রার্থনা ও পূজায় অংশ নিতাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমার বয়স যখন মাত্র এগারো বছর, তখন বাবা মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে হৃদরোগে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। প্রিয় বাবার অসমাপ্ত আদর্শকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়াই আমার শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করবে—এই বিশ্বাস থেকেই আমি যুব বিভাগের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করি।

আমার বিশ্বাসজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে ২০১৭ সালে। সে বছর বাংলাদেশ চার্চে অনুষ্ঠিত যুব সেমিনারে প্রথমবার অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। সেখানে ভিডিওর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতার ধর্মদেশনা শুনে আমার জীবনদৃষ্টি আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। "যদি শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হতো, তবে মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। সত্যিকার অর্থে সুখী হতে চাইলে আত্মকেন্দ্রিক মন ত্যাগ করে অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য নিজেকে নিবেদিত করতে হবে।" প্রতিষ্ঠাতার এই বাণী আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন থেকেই আমি ভাবতে শুরু করি—অন্যের সুখের জন্য আমি কী করতে পারি।

সেই সময় আমি গৃহশিক্ষকতা করতাম। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং বিদ্যালয়ের বেতন পরিশোধে অক্ষম অনেক ছাত্রছাত্রীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ানো শুরু করি। তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের শেখার আগ্রহ এবং ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেখা আমার

স্নাতক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মিস্ সুমী বড়ুয়া

জীবনের অন্যতম বড় আনন্দ হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ ধর্মকেন্দ্রে গাকুরিন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ত্রিশ জনেরও বেশি সিনিয়র সদস্য মন্দিরে ও সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের নিষ্ঠা ও সেবামূলক জীবন আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের দেখে আমার অন্তরে দৃঢ় সংকল্প জন্ম নেয়—বুদ্ধের শিক্ষা আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করব এবং তাঁদের মতো মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করব। এই দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই আমি গাকুরিনে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

Interview

আপনি গত মার্চ মাসে গাকুরিন থেকে স্নাতক হয়েছেন। আপনার সমাপনী গবেষণার বিষয় ছিল "আত্মজাগরণ ও পারিবারিক শিক্ষা"। এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার কারণ কী?

বাংলাদেশে প্রায় আট বছর গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতায় আমি উপলব্ধি করেছি যে, আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও অনেক পরিবার দাম্পত্য কলহ এবং বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্বের কারণে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে উপলব্ধি করিয়েছে যে, একটি পরিবারের শান্তি ও সুখ কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। বরং পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন আচরণ এবং একে অপরের প্রতি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিই পারিবারিক সম্প্রীতির মূল ভিত্তি। এই উপলব্ধিই আমাকে "আত্মজাগরণ ও পারিবারিক শিক্ষা" বিষয়টি গবেষণার জন্য নির্বাচন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার বিশ্বাস, পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এখানেই সে ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তির স্পর্শ পায় এবং তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ভিত রচিত হয়। তাই পারিবারিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার সূচনাবিন্দু।

গাকুরিনে অধ্যয়নকালে বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রে বসবাস এবং রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা গভীরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করেছি—সম্পর্কের উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ অন্যকে পরিবর্তন করার চেষ্টা নয়; বরং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন। এই উপলব্ধি আমার চিন্তা ও জীবনদৃষ্টিকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একটি শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় পরিবারের ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রত্যেক মানুষের আত্মজাগরণ ও আত্মপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

ধান কাটার উৎসবে গাকুরিনের সহপাঠিদের সাথে মিস সুমী

দেশে ফিরে এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে বাস্তব কর্মে রূপ দিতে চান?

বর্তমানে বাংলাদেশ ধর্মকেন্দ্রে মূলত সন্তান লালন-পালনে নিয়োজিত মায়েদের জন্য নিয়মিত পারিবারিক শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশে ফিরে আমি এই সেমিনারগুলোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে চাই এবং আমার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখতে চাই। পাশাপাশি, তরুণ-তরুণীদের জন্য বিভিন্ন কর্মশালা ও পারিবারিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। এ পর্যন্ত যারা পারিবারিক শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, সেই অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে কাজ করে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ, সম্প্রীতিময় ও মূল্যবোধনির্ভর পরিবার গঠনের লক্ষ্যে সামান্য হলেও অবদান রাখতে চাই।

প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্টের কোন শিক্ষাগুলো আপনার হৃদয়ে সবচেয়ে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে?

প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষার মধ্যে যে বিষয়টি আমি সবসময় হৃদয়ে ধারণ করি, তা হলো—'বস্তুকে যেমন আছে, তেমনিভাবে দেখা।' আমরা প্রায়ই আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, পক্ষপাত এবং পূর্বধারণার এক অদৃশ্য আবরণের মধ্য দিয়ে মানুষ ও ঘটনাকে বিচার করি। ফলে নিজের পছন্দ-অপছন্দ কিংবা ব্যক্তিগত মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করি এবং বাস্তব সত্যকে তার প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করতে পারি না। তাই আমি বিশ্বাস করি, প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, বুদ্ধের বাণী অধ্যয়ন, তার অনুশীলন এবং প্রজ্ঞার বিকাশের মাধ্যমেই আমরা সত্যিকার অর্থে বস্তুকে তার প্রকৃত রূপে দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি।

অন্যদিকে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট তাঁর ধর্মবাণীতে বারবার 'পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও সম্প্রীতিময় করে গড়ে তোলা'র গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষা দেন, নিজের মনকে শুদ্ধ করা, চরিত্রকে পরিশীলিত করা এবং পরিবারে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করাই জাতীয় শান্তি ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি। আমিও এই 'সুশৃঙ্খল পরিবার' এর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে চলতে চাই। আমার আন্তরিক কামনা, প্রতিটি পরিবারে যেন সদস্যরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং অকপটে 'ধন্যবাদ' ও 'ক্ষমা করো' বলতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা এবং পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, যাতে আরও শান্তিপূর্ণ, সম্প্রীতিময় ও মানবিক পরিবার গড়ে ওঠে।

Interview

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর কোন বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়?

আমার কাছে রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো—এখানকার সদস্যদের আন্তরিকতা। তাঁরা সবসময় করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে হাসিমুখে সকলকে অভিবাদন করেন। ব্যক্তি, সময় বা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সবার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের প্রকাশ একই রকম আন্তরিক। তাঁদের সেই নির্মল হাসি আমাকে গভীর আনন্দ দিয়েছে। তখনই আমি উপলব্ধি করি, আমিও যদি মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করি, তবে তাদের মনেও আনন্দের সঞ্চার হবে। সেই উপলব্ধি থেকেই আজ আমি যার সঙ্গেই দেখা করি, আন্তরিক হাসিমুখে তাকে অভিবাদন জানানোর চেষ্টা করি।

আরও একটি বিষয় আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, তা হলো সংঘবন্ধুদের উষ্ণতা, মমতা ও সহমর্মিতা। বুদ্ধের শিক্ষাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা অন্যের দুঃখ, বেদনা এবং আনন্দকে নিজের বলে অনুভব করেন এবং আন্তরিকভাবে পাশে দাঁড়ান। তাই জীবনে যত বড় দুশ্চিন্তা বা অনিশ্চয়তাই আসুক না কেন, আমি কখনো নিজেকে একা মনে করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমি কখনোই একা নই। আমার চারপাশে অসংখ্য সংঘবন্ধু আছেন, যারা সবসময় আমাকে সাহস জোগান, আমার পাশে থাকেন এবং আমার সুখ ও কল্যাণের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেন। এই বিশ্বাসই আমাকে আশাবাদী মন নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলার শক্তি দেয়।

সবশেষে, আপনার ধর্মানুশীলনের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বর্তমানে আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হলো, বাংলাদেশ ধর্মকেন্দ্রের যুব সদস্যদের সঙ্গে গাকুরিনে কাটানো দিনগুলোর শিক্ষা, সাধনা, ওতা ধর্মকেন্দ্রে ধর্মপ্রচারমূলক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা এবং জাপানে অর্জিত অসংখ্য আশীর্বাদ ও কল্যাণের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।

গাকুরিনে অধ্যয়নকালে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এবং রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর পারিবারিক শিক্ষা সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি যে, পারিবারিক শান্তির সূচনা হয় একজন মানুষের নিজের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির সেই ইতিবাচক পরিবর্তন পরিবারে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে, আর সেই সম্প্রীতি ক্রমে সমাজ ও বিশ্বশান্তির দিকে প্রসারিত হয়।

এই উপলব্ধিকে হৃদয়ে ধারণ করে আমি সর্বদা এই নীতিকে স্মরণে রাখতে চাই যে "আমি নিজে পরিবর্তিত হলে, অন্যরাও পরিবর্তিত হবে।" তাই আমার ভবিষ্যৎ ধর্মানুশীলনের লক্ষ্য হলো, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের সেই কল্যাণময় শিক্ষা, যা সকল মানুষের সুখ ও মঙ্গল বয়ে আনতে পারে, তা যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই আদর্শ বাস্তবায়নে নিজেকে নিবেদিত রাখা।

গাকুরিন ওয়াকের গ্রুপ ছবি (সামনের সারিতে ডান দিক থেকে চতুর্থ)

মৈত্রী-করুণা থেকে সৃষ্ট কঠোরতা

কঠোরতা হারানো সমাজ

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা এমন সব অপরাধ দেখতে পাচ্ছি, যা সাধারণ জ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। অল্পবয়সী শিশুকে অপহরণ করে হত্যা করা, কাজ করতে ক্লান্ত হয়ে নিজের কর্মস্থলেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া—এ ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ সত্যিই বিস্ময় জাগায়।

তবুও যখন টেলিভিশন সাংবাদিকরা অপরাধীর প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করেন, প্রায়ই শোনা যায়— "তিনি তো খুব শান্ত, সহজ-সরল মানুষ ছিলেন", বা "খুব ভদ্র, পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে আমরা তাকে চিনতাম।" তাহলে এই আচরণের ভিতরকার কারণ কোথায়?

মনোবিজ্ঞানীদের মতে—অতিরিক্ত আদর, অযথা সুরক্ষা ও দায়িত্ববোধের অভাব একজন মানুষের চরিত্রকে দুর্বল করে তোলে। ফলে বাস্তব জীবনের কঠোরতা, প্রতিকূলতা কিংবা সীমাবদ্ধতা তারা সহ্য করতে পারে না। যা চাই তা সঠিক পথে অর্জন করার দৃঢ়তা তাদের থাকে না— এবং তাই তারা বেছে নেয় এমনসব সহজ, বিপথগামী উপায়, যা সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয়।

এই প্রবণতা শুধু অপরাধীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আজকাল আমরা শুনি—অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা সামান্য বিপর্যয়েই ভেঙে পড়ে, হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করে, কখনো আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। শুধু কিশোর-কিশোরী নয়—অনেক যুবক-যুবতী কিংবা মধ্যবয়স্ক মানুষও আজ মানসিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও আত্মপ্রেরণার অভাবে সহজেই হাল ছেড়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে—এগুলোর শিকড়ও অতিরিক্ত আদর-আত্তির লালন-পালনে নিহিত।

এসব ভাবলে উপলব্ধি হয়—সন্তানকে লালন-পালনে শুধু মমতা যথেষ্ট নয়; করুণার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে প্রয়োজনীয় কঠোরতাও। পাখি-প্রাণীদের দিকে তাকালেই দেখা যায়—শিশু জন্মালে তারা অপার স্নেহে লালন করে, কিন্তু যখন বড় হয় এবং বাসা ছাড়ার সময় আসে, তখন তারা সন্তানকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দেয়— যাতে সে নিজেই শিখে নেয় প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও বিপদ থেকে বাঁচতে।

গাছ-পালার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। অতিরিক্ত পানি বা সার দিলে গাছ ফুল-ফল ধরে না। বরং ডালপালা যথাযথ ছাঁটাই করলেই গাছের ভেতরের প্রাণশক্তি জেগে ওঠে এবং সে সুন্দর ফুল ও পাকা ফল দিতে পারে। মানুষও—প্রকৃতিরই এক জীব। তাই কোমলতার পাশাপাশি শাসন-কঠোরতা, ধৈর্য-দৃঢ়তা এবং সহনশীলতার শিক্ষা জরুরি। এগুলোই গড়ে তোলে সুসংহত, স্থিতিশীল ও শক্ত মনের মানুষ।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ.১০২-১০৩।

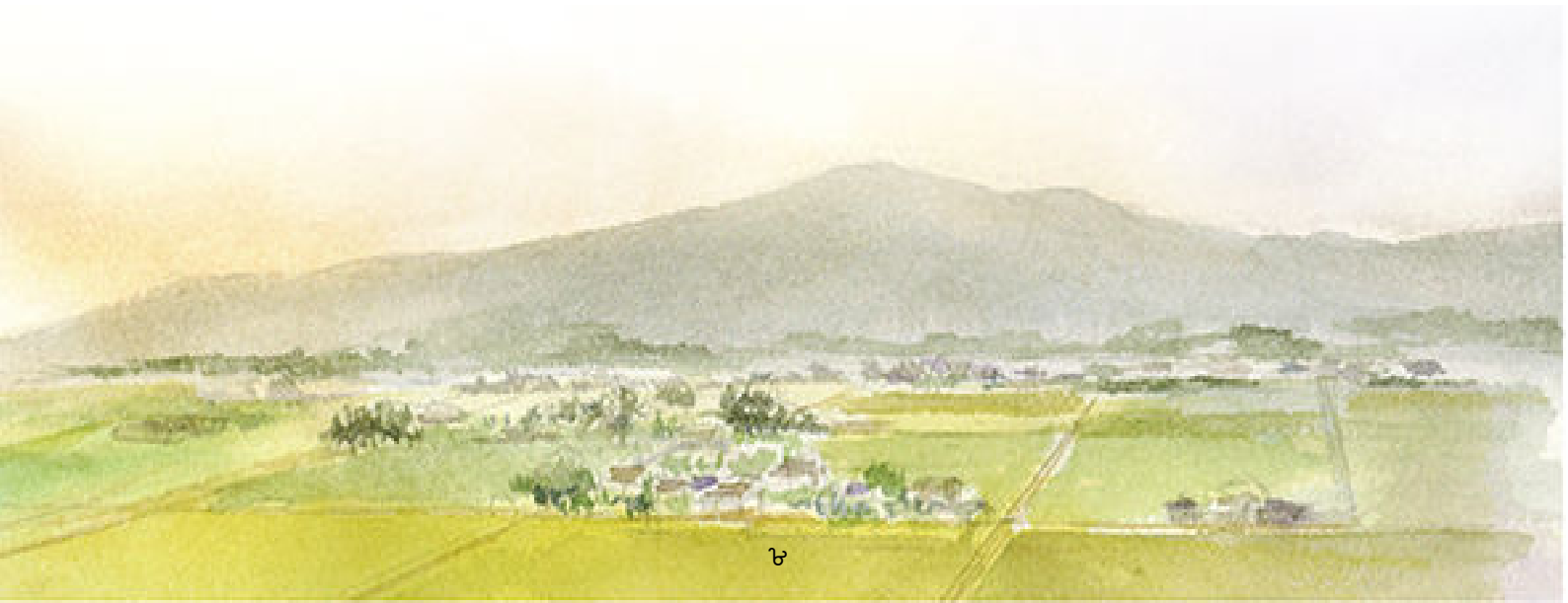

সাক্ষাৎ থেকে শিক্ষা, সাক্ষাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এই মাসের সম্মানিত প্রেসিডেন্টের ধর্মবাণীর শিরোনাম হলো—"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি ধন্য।" আমরা যদি পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী কিংবা সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সবসময় এই অনুভূতি নিয়ে আচরণ করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রতিটি দিন কতই না উষ্ণ, আনন্দময় ও শান্তিময় হয়ে উঠবে!

শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, "জীবন মানেই সাক্ষাৎ।" মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি সাক্ষাৎই আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। আর সেই প্রতিটি সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেরাও পরিশুদ্ধ হই, পরিণত হই এবং আত্মিকভাবে বিকশিত হই। প্রতিদিন আমরা অজান্তেই মানুষ ও ঘটনাকে 'পছন্দ–অপছন্দ' কিংবা 'ঠিক–ভুল'-এর মানদণ্ডে বিচার করি। কিন্তু যখন মনে করি, "আমার চিন্তাই একমাত্র সঠিক," তখন বৌদ্ধধর্মের ভাষায় যাকে 'আসক্তি' বলা হয়, সেই মনোভাবের জন্ম হয়। এর ফলে আমরা ভিন্ন মত বা ভিন্ন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষকে সহজেই অস্বীকার করতে শুরু করি।

কিন্তু আমাদের থেকে ভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ কিংবা যাদের সঙ্গে মানিয়ে চলা কঠিন বলে মনে হয়, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎও কি আমাদের জীবনের এক মূল্যবান শিক্ষার সুযোগ নয়? প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভিন্ন মতের মানুষের মুখোমুখি হলে তিনি মনে করেন, "আচ্ছা, এমনভাবেও তো ভাবা যায়।" তাঁর এই মনোভাব থেকে আমি শিখেছি, মানুষকে তার নিজস্ব অবস্থায় গ্রহণ করাই প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রে বলা হয়েছে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। এই শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জীবনে যার সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হোক না কেন, সেই সাক্ষাৎ হয়তো আমাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাকে উপলব্ধি করার এক অমূল্য সুযোগ। তাই এ মাসেও আমি প্রতিটি সাক্ষাৎকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করতে চাই, এই অনুভূতি নিয়ে—"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি ধন্য।" কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রতিটি মানুষকে মূল্য দিই এবং প্রতিটি সাক্ষাৎকে আত্মবিকাশের এক একটি মূল্যবান সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে জীবনের পথে এগিয়ে চলি।

১১ই মে, কোরিয়া ধর্মকেন্দ্রের প্রবেশদ্বারের সামনে (সামনের সারিতে মাঝখানে রেভা. মায়েদা)

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

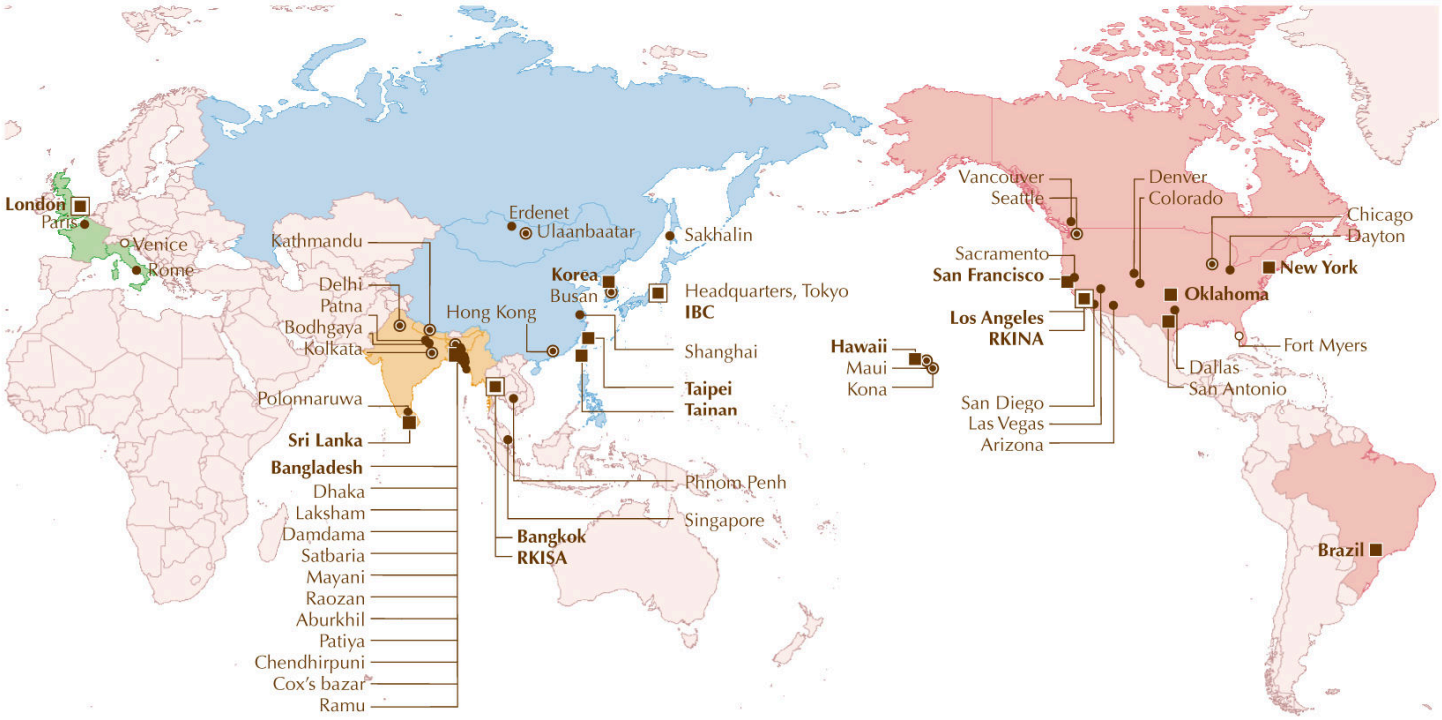

Information about local Dharma centers

facebook

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp